BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/06.2024-86749548/BIJMRD/ Vol -2 / 4/A33/বৈশাখী দা

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 4| May 2024| e-ISSN: 2584-1890

তারা শঙ্করের ছোটোগল্পে পুরুষ চরিত্র

বৈশাখী দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গঙ্গাধরপুর শিক্ষণ মন্দির বি.এড, ডি. এল. এড, এম এড কলেজ, হাওড়া

baishakhid32@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract):

গবেষকের গবেষণার আলোচ্য বিষয় হল তারাশঙ্করের ছোটোগল্পে পুরুষ চরিত্র। নিয়তি, প্রবৃত্তি, হৃদয়াতুর বেদনা বাস্তবতার নীরিখে আধুনিকতার মিশেলে তারা শঙ্করের সৃষ্ট পুরুষ চরিত্র হল অনন্য ও জীবন্ত। লিঙ্গ ভেদানুযায়ী নারী চরিত্রের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্র গুলি সদা সজীব। তারা শঙ্করের সাহিত্যে একদিকে যেমন রয়েছে তাঁর সামগ্রিক জীবনবোধ, অন্যদিকে তেমন আছে মানুষের জীবন মহিমার প্রতিঅকুণ্ঠ ভালোবাসা। নিম্ন বর্গীয়রা তারাশঙ্করের রচনায় বিশেষ ভাবে স্থান পেল। তাঁর ক্লান্তিহীন অন্বেষণে মাটির কাছে থাকা মানুষের স্বপ্নকে লেখক নিজ স্বপ্নের আঙিনায় রাঙিয়ে তুললেন। যা তার লেখক জীবনের স্বার্থকতা এবং কলমের স্পর্শের মহিমান্বিত সন্ধিক্ষণকে বাস্তবায়িত করে।

সূচকশব্দ (Keywords): *নিয়তি, প্রবৃত্তি, হৃদয়াতুর বেদনা, পুরুষ চরিত্র, নিম্নবর্গীয়, স্বার্থকতা, মহিমান্বিত, সন্ধিক্ষণ।*

ভূমিকা (Introduction):

বস্তুত আলো ও মাটি ছিল তারা শঙ্করের লেখনী শৈলীর আলোচ্য রুপ। বীরভূমের লাভপুরে জন্মগ্রহণ, সময়ের চলমানতার সাথে পরিণমনগত মার্জিত চিন্তাশীল সরল মনোভাব বরাবরই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রায়নকে এক অনন্য রূপ প্রদান করেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তাঁর লেখনী ধারায় ফুটে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র, বঙ্কিম কিংবা শরতের পর, তারাশঙ্করের কলমের স্পর্শে আমরা পাই এক নতুন দিকের উন্মোচন। যেখানে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অকপট সারল্যতা। গ্রাম বাংলার চরিত্র গুলি তাঁর কলমের জাদু স্পর্শে একীভূত হয়ে গেছে। তিনি যা দেখেছেন, যা ভেবেছেন তাতে মিথ্যার প্রলেপ না লাগিয়ে সদা সত্য রুপে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর একটি অসাধারণ গুণ হল তাঁহার ভাবশুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা। তারাশঙ্কর এরবিভিন্নছোটোগল্প, ৫৭ টি উপন্যাস প্রমুখ আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। তারাশঙ্করের রচনায় বিশেষত ছোটোগল্পে চরিত্রগুলি যেন মাটির খুব কাছের। সমাজ আজও বিশেষত ডোম, চন্ডাল, বাগদী, সাঁওতাল প্রমুখ মানুষের জীবনধারা তাঁর লেখনী স্পর্শে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের সুখ-দুঃখ, চাওয়া - পাওয়া, বাসনা-কামনা প্রকৃতির অমোঘলীলার সাথে প্রতিভাসিত হয়েছে। তারাশঙ্করের কলমের জাদুতে প্রকৃতি ও চরিত্র একীভূত হয়েগেছে, বিশেষত পুরুষ চরিত্রগুলি। তারাশঙ্করের রচিত কয়েকটি ছোট গল্প জলসাঘর, তারিনীমাঝি, কালাপাহাড়, অগ্রদানী, খাজাঞ্জিবাবু, দেবতার ব্যাধি প্রমুখ রচনায় পুরুষ চরিত্র নিয়তির পরিহাসে কিংবা প্রকৃতির রোষে চরিত্র গুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রবৃত্তি মানুষের নিয়তি। তাঁর সৃষ্টিময়ী চরিত্রগুলির মধ্যে করুণরস, মধুররস, রৌদ্র কিংবা ভয়ানক রস সমান ভাবে স্থান পেয়েছে। তারা- শঙ্করের জীবনে রচনায় মানুষ সত্যএবং এই সত্যই শিবম্।

অধ্যয়নের গুরুত্ব (Significance of the Study):

বর্তমান গবেষনার অধ্যয়নের গুরুত্ব হল - তারাশঙ্করের ক্লান্তিহীন জীবনান্বেষণ চরিত্র গুলির বিশেষত পুরুষ চরিত্রের বাস্তবায়নের যথার্থ গুরুত্বকে বিশ্লেষিত করা। তাঁর রচনার প্রকৃতি কিভাবে পুরুষ চরিত্রগুলিকে সীমাহীন সময়ের আবেশে আকৃষ্ট করেছে এবং অতঃপর নিক্ষেপ করেছে সেগুলি মুখ্য করে তোলা। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনালগ্নে নারী ও পুরুষ এই দুই শব্দের আধারে পুরুষের ব্যক্তিসত্তা কতটা স্বাধীন, আদিম উদগ্র বাসনা পুরুষ চরিত্রের মানকে কতটা উত্থিত ও পতিত করেছে তা এখানে বিশ্লেষণ করা হবে। তারাশঙ্করের সৃজনশক্তির সারল্যতা কিভাবে পুরুষ চরিত্র গুলিকে সত্যেরকাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলেছেন তা এখানে আলোচিত হবে।

উদ্দেশ্য (Objectives):

বর্তমান গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্যগুলি হল -

১) তারাশঙ্করের গল্পে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই এর অর্থ পর্যবসিত করা হয়েছে।

২) তারাশঙ্করের ছোটোগল্পে নিয়তির অমোঘ রোষে পুরুষ চরিত্রের বিভীষিকাময়ী সমাপ্তি এখানে বিশ্লেষিত হল।

৩) স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা কিংবা আদিম উদগ্র বাসনা কিভাবে পুরুষ চরিত্রের অবয়বকে উত্থান ও পতনে অধিষ্ঠিত করেছেন তা এখানে আলোচিত হল।

সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা (Related Review literature):

বর্তমান গবেষণার বিষয়টি সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছিল -

১) চ্যাটার্জী, সুক্লা - 'তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের চৈতালী ঘূর্ণি এবং ক্ষুধার ডিস্টোপিয়া।' এই পর্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হল- এখানে বাস্তববাদী সাহিত্যের উত্থানের দ্বারা তারাশঙ্করের লেখনী শৈলীতে কিভাবে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল তা আলোচিত হয়েছে।

২) মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত কুমার - 'তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসিক' - এই পর্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য গুলি হল - তারা শঙ্করের উপন্যাসে আঞ্চলিকতা বিশেষত অঞ্চল বিশেষে চরিত্রের জীবনধারণ, ভাষা এখানে ফুটে উঠেছে।

৩) মাইতি, মনমোহন - 'তারাশঙ্করের কথা সাহিত্যে লোক বিশ্বাস হে লোক ধর্ম' - এখানে পর্যারোচনার উদ্দেশ্য হল - প্রকৃতি, লোক বিশ্বাস তথা সংস্কার, অঞ্চল কেন্দ্রিক তাদের ধর্ম এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

৪) কর্মকার, গৌরমোহন - 'তারাশঙ্করের সাহিত্য সমীক্ষা।' এখানে পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল তারাশঙ্করের সাহিত্য ধারায় মানুষ মুখ্য, তাঁর সাহিত্য প্রকৃতির প্রাণ লীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত।

৫) দত্ত রায়, সঞ্জীবন - 'রূপ তেকে রূপান্তর: তারা শঙ্করের সৃজনক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট দিক'- এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল - তারাশঙ্কর তাঁর রচনার রূপান্তর সাধনে ব্রতী হয়েছেন। গল্প থেকে উপন্যাস, গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে নাটক এর রূপান্তরকরণের ধারা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে।

৬) চক্রবর্ত্তী, পরিমল - 'তারাশঙ্করের ছোটোগল্প: সময়কালীন বাংলা ছোটোগল্পের পরিপেক্ষিতে তারাশঙ্করের ছোটোগল্পের মূল্যায়ণ' - এখানে পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল - অন্যান্য গল্পলেখকের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচিত ছোট গল্প কতটা অনন্য তা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। চরিত্র, প্রকৃতি, নিয়তি, প্রবৃত্তি তাঁর প্রত্যেকটি লেখায় অনন্য ভাবে ধরা দিয়েছে।

৭) মুখোপাধ্যায়, রঞ্জুশ্রী পাত্র - 'তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজের আবশ্যকয়ের রূপ'- এখানে তারাশঙ্করের উপন্যাস অর্থাৎ লেখনী ধারায় সমাজের আবশ্যকতা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা এখানে বিবেচ্য হয়েছে।

৮) রায়, বিনায়ক'- ' তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের দ্যা টেল অফ হাঁসুলি টার্ন'- এখানে একটি ইউটোপিক, স্বয়ংক্রিয়, আদিবাসী গ্রামীন সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে।

৯) দে, সডেল - 'উত্তর- ঔপন্যাসিক লেখক ভ্রমনকারী ঃ রাশিয়ার তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় - এখানে তারাশঙ্করের মস্কোতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান স্বাধীন ভারতের নীতি ও রাজনীতিতে তার প্রবাবশালী মনোভাব বিশ্লেষিত হয়েছে।

১০) সেখ, রাহুল - 'ইতিহাস ও সাহিত্য ঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়য়ের ছোটোগল্প ও উপন্যাসে প্রান্তজন'- এখানে পর্যালোচনার উদ্দেশ্য গুলি হল- তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পে মানুষ ও সমাজ স্বসমাজের দ্বান্দ্বিক বিশাল, সামাজিক শ্রেনিবৈরী, আচার-আচারণ, জীবনধারার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

১১) দে, টুম্পা, - 'তারাশঙ্করে গল্পে রাঢ় অঞ্চলের অর্ন্তজ শ্রেণীর মানুষ' - এখানে পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল - সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবনধারা বিশ্লেষিত হয়েছে।

গবেষণার ফাঁক (Research Gap):

বর্তমান গবেষণীয় বিষয়ে সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের রচনাধারায় তৎকালীন সমাজ, আঞ্চলিকতার ছোঁয়া, লোক বিশ্বাস ও লোক ধর্মেও প্রকাশ প্রমুখ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তারাশঙ্করের রচনায় প্রকৃতির অমোঘ রোষ, প্রাক্ষেভিক বিকাশের ধারায় কিংবা

কামনা বাসনা নিরসণ ও প্রসারণে পুরুষের চরিত্রায়ণ কীভাবে ফুটে উঠেছে, এই মুখ্য বিষয়টি অনেকাংশে গৌন হয়ে উঠেছে। তাই গবেষক উক্ত বিষয়টির ছোটোগল্প প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের পুরুষ চরিত্র গবেষণার বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions):

বর্তমান গবেষণাটি আরও স্বচ্ছতার প্রেক্ষিতে গবেষক প্রশ্ন সাজিয়েছেন।

১. তারাশঙ্করের গল্পে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' কীভাবে গল্পের অগ্রসরতায় একীভূত হয়েগেছে?

২. নিয়তির অমোঘ রোষে 'পুরুষ' চরিত্রের বিভিষিকাময়ী রূপ তারাশঙ্করের গল্পে কীভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে ?

৩. তারাশঙ্করের গল্পে ঘটনার প্রবাহমানতায় পুরুষ চরিত্রের একাধারে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা এবং অপরপারে আদিম উদগ্র বাসনায় চরিত্রের উত্থান ও পতন কীভাবে সংঘটিত হয়েছে?

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

এই বিষয়টি একটি গুণগত গবেষণার বিষয়। যা পর্যবেক্ষণ ও সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যয়নে প্রাপ্ত তথ্য গৌণ তথ্যেও ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়েছে।

উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Objective wise Analysis):

গবেষকের উক্ত গবেষণার গৃহীত উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ গুলি হল -

সাহিত্য সৃষ্টির সূচনালগ্নে বিভিন্ন কবি এবং লেখকের অক্ষরের প্রবাহমানতায় 'প্রকৃতি' শব্দটি বারংবার বিভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে। 'প্রকৃতি' কখনও এসেছে জীবনধারার আশার প্রতীক রূপে। কখনও মৃত্যু চেতনার সাথে লীন হয়ে গেছে প্রকৃতি। ঔপন্যাসিক ছোট গল্পকার তারাশঙ্করের প্রতিটি রচনায় 'প্রকৃতি' যেন অন্যন্য রূপে প্রতিভাষিত হয়েছে চরিত্রের উপর। বিশেষত 'পুরুষ' চরিত্র প্রকৃতির মোহে কিংবা খামখেয়ালী পনার স্বীকার হয়েছে যেমন - ' তারিনী মাঝি' গল্পে 'তারিনী' চরিত্রটি প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার প্রবাহমানতায় অগ্রসর হয়েছে। ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর নির্ভর করেছিল 'তারিনী' মাঝির জীবনধারা। বন্যার সময় ময়ূরাক্ষী নদীর রূপ হল বিভীষিকাময়ীরূপ এবং অন্য সময় এই নদী মরুভূমির চড়ায় পরিণত হয় ।বর্ষাকালে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর নির্ভর করে থাকত তারিনী মাঝি। কিন্তু ময়ূরাক্ষী সেই করাল রূপে তারিনী ও তার স্ত্রী জীবনের শেষ শিখা নির্বাপিত হয়ে গেল। এখানে প্রকৃতি যেন তারিনী মাঝিকে একাধারে জীবনধারায় প্লাবিত করেছে এবং অপর দিকে তারিনী মাঝি জীবনধারা স্তব্ধ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তারাশঙ্কর এখানে 'প্রকৃতি'কে প্রধান মুখ্য চরিত্ররূপে পর্যবসিত করেছেন। 'প্রকৃতি' এবং নিয়তি রচিত পথে 'তারিনী মাঝি'-র চরিত্রটি উপস্থাপিত।

তারাশঙ্কর এর সৃষ্ট চরিত্র সর্বদা প্রকৃতির ঘেরাটোপে নিয়তি দ্বারা পরিচালিত। তারাশঙ্করের সাহিত্যে নিয়তির অনিবার্য পরিণামকে এড়িয়ে যাবার সাহস চরিত্রের নেই। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপের ওঝা খোঁড়া শেখ এর চরিত্রটি নিয়তির অনিবার্য ঘেরাটোপে ক্রমশ দোদুল্যমান। প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপে নিয়তি কতটা রুষ্ট হয়ে ওঠে তার পরিণাম খোঁড়াশেখ এর স্ত্রীর মৃত্যু। উদয় নাগ সর্পকে স্ত্রী রুপে মেনে নেওয়ার মোহতে সৃষ্টি হয় স্ত্রী ও সর্পিনীর দ্বন্দ্ব। ঈশ্বর সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবের নিজস্ব সীমানা বর্তায়মান রয়েছে প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচারণ নিয়তির অমোঘ ছায়াকে আহ্বান করে নিয়ে আসে। খোঁড়া শেখ এর চরিত্রের ঘটেছে নিয়তির অমোঘ রূপ। গল্পের ক্রমশ অগ্রসরতায় পাঠকের মন কৌতূহল পরায়ণ ছিল খোঁড়া শেখের আচারণের দ্বারা। তারাশঙ্কর পাঠকের সেই কৌতূহল মনকে নিবৃত্ত করেছে স্ত্রীর মৃত্যু শিয়রে বসে খোঁড়া শেখের চোখ থেকে উপচেপড়া জলের ধারা।

'অগ্রদানী' - গল্পে লেখক আবার নিয়তির ঘেরাটপে 'পুরুষচরিত্রকে' ক্রমশ অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর ভোজন লোলুপতা, অর্থের লোলুপতায় নিয়তি তাকে নিয়ে গেল জীবনের চরম বিভীষিকাময়ী পর্যায়ে। তারাশঙ্কর এই গল্পে ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্ত্তী কে নিয়তির খেলায় যেমন তাকে অর্থ উপার্যনের পথকে চিহ্নিত করেছে, তেমনি এই নিয়তি আবার নিজ সন্তানের পিন্ড ভোজনের শাস্তি দিয়েছেন ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্ত্তীকে। নিয়তির এই অমোঘ বিধানের হাতে পুরুষ চরিত্র অসহায়।

নিয়তির করাল গ্রাসে আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের 'বেদেনী' গল্পে শম্ভু বাজিকর। সীমাহীন, বাধা বন্ধনহীন উন্মুক্ত জীবন স্রোতে শম্বু বাজিকর এর শেষ পরিনতি হল ভয়ানক। মাদকতা, রাধিকার পুরপুরুষের আসক্তিতে শম্ভুর জীবনে নেমে এল নিয়তির করাল ছায়া। তারাশঙ্কর যেন সমস্ত চরিত্রের মধ্যদিয়ে উচ্চ, নীচ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানবজীবনের স্বেচ্ছাচারীতা, সমাজ বিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি করাঘাত করেছেন।

নিয়তির প্রবাহমানতার কালের শিকার হতে হল তারাশঙ্করের লেকা 'জলসাঘর' গল্পে পুরুষ চরিত্র বিশ্বম্ভর রায়কে। 'জলসাঘর' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে পুরুষ সমাজের বিলাস ব্যসনের নগ্ন রুপের স্বেচ্ছাচারিতা। গল্পের শুরুতে বিশ্বম্ভর বাবুর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রূপটি নিয়তির পরিবর্তমান কালের ধারায় সুরা ও নতর্কীর সান্নিধ্যে পূর্বেও মুখোশ খুলে ধরা পড়ল রায় বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল জীবন। এখানে নিয়তি যেন বিশ্বম্ভর বাবুকে অতীতের রহস্য যবনিকা উন্মোচনে ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

তারাশঙ্করের গল্পে নিয়তিও প্রকৃতির সাথে পুরুষ চরিত্রের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা এবং আদিম উদগ্র বাসনায় চরিত্রের উত্থান ও পতন স্বকীয় রূপ পরিভাষিত হয়েছে। তারাশঙ্করের 'খাজাঞ্চিবাবু' ছোট গল্পে নবযুগের ধ্যানধারনার কাছে পুরানো নিয়মের বাতিল হয়েযাওয়ার কাহিনী। খাজাঞ্জিবাবু ফায়ারব্রিক্স কারকানায় তার জীবনের বেশিরভাগ অংশ স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার সাথে কাজ করে গেছেন। এখানে খাজাঞ্চিবাবু সৎ নিষ্ঠাবান। কিন্তু আধুনিক যুগের

নবনির্মিত রুঢ় বাস্তব নিয়মের কাছে খাজাঞ্চিবাবুর সেকেলের পুরানো গতানুগতিক নিয়ম কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে। এখানে তারাশঙ্করের সৃষ্ট 'খাজাঞ্চিবাবু' চরিত্রটি আধুনিক যুগের বাহ্যিক সজ্জিত নিয়মের কাছে বেমানান হয়ে গেছে।

'আঘড়াইয়ের দীঘি' গল্পে কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র কালীচরণ বাগদি। পেশায় হিংস্র দুধর্ষ ডাকাত। যে নেশার ঘোরে এ বৃস্টির রাতে নিজের ছেলে তারাচরণকে খুনকরে পুঁতে রেখে আসে। এই গল্পে কেন্দ্রিয় পুরুষ চরিত্রের মধ্যে হিংস্রতা, বর্বরতা বিরাজমান। গল্পের পুরো অংশ জুড়ে মানুষ খুনের হিংস্রতার নেশা কালীচরণের মধ্যে পরিস্ফুট। কিন্তু নিয়তির পরিনামে গল্পে তার ছেলেকে যে স্থানে খুন করেছে সেই স্থানেই তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এখানে কালীচরণের কৃতকর্মের শাস্তি দিয়েছে নিয়তি।

'নারী নাগিনী' - গল্পে সাপের ওঝা খোঁড়া শেখের আদিম উদগ্র বাসনা নারীর প্রতি আসক্তি তার পরিণামকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। নারীর প্রতি আসক্তিতে সে সাপিনীকেও ছাড়েনি। তাকে জোড় করে সিঁদুর পড়িয়ে ঘরে রেখেছে। সেই সাপিনীর দংশনে মৃত্যু হয় তার স্ত্রীর। এই গল্পে তারাশঙ্কর খোঁড়া শেখের মধ্যদিয়ে ঘৃণালজ্জাহীন জৈব আসক্তির চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

'কালাপাহাড়' গল্পে রংলালের পশুর প্রতি (কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ নামে দুটি মোষ) নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। এক দুর্ঘটনা মানুষ ও জন্তুর সখ্যতাকে বাড়িয়ে তুলল। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রংলালের চোখের জল আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করেছি তেমনি সঙ্গীহারা কালাপাহাড় এর আর্তনাদও দেখেছি। রংলালের কাছে কালাপাহাড় সন্তানসম। কৃম্ভকর্নের অবর্তমানে সঙ্গী হারা কারাপাহাড় যখন বেসামাল, তখন সমাজ এবং স্ত্রীর চাপে কালাপাহাড়কে রংলাল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু রংলাল ছাড়া কালাপাহাড় কিছু চেনে না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। এখানে তারাশঙ্কর রংলালের মত এমন একজন পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যার সাথে আমরা শরৎ চন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুর চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

'দেবতার ব্যাধি' গল্পে তারাশঙ্করের হাতে আর একটি উল্লেখ্য পুরুষ চরিত্র হল ডাক্তার গড়গড়ি।এখানে কেন্দ্রিয় পুরুষ চরিত্র যথার্থ স্বাধীন, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। আর্ত-আতুরের সেবায় আত্মোৎসর্গ প্রাণ। গল্পের পারম্পর্যে তাকে হৃদয় হীনতার ছদ্মবেশ ধারণ করতে দেখা গেলেও, তারাশঙ্কর এই পুরুষ চরিত্রটিকে অনন্যরূপে প্রতিভাষিত করেছেন। যেখানে এক চিঠিতে ডাক্তারবাবু মাষ্টার মশাইকে বলেছেন 'ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না, মানুষ শুধু মানুষ হতে উপদেশ দেবেন।' যথার্থ 'মানুষ' শব্দটির প্রকাশ তারাশঙ্কর কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র ডঃ গড়গড়ির মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তোরার চেষ্টা করেছেন।

বীরভূমের লাভপুরে গ্রাম্য পরিবেশে বসবাসের দরুণ তারাশঙ্কর খুঁজে পেয়েছিলেন নিম্নবর্গীয় বেদেনী সম্প্রদায়ের জীবন। 'বেদেনী' গল্পটি হল এক সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার লড়াই এর কাহিনি। এই গল্পে আদিম জীবনোচ্ছ্বাসের মত্ত বাধিকার আদিম লোলুপতার শিকার হয়েছে শম্ভু বাজিকর'। তারাশঙ্কর কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র 'শম্ভু বাজিকর' কে নিয়তির খেলায় মাতিয়ে তুলেছেন। রাধিকার প্রতি আত্মবিশ্বাস অপরিসীম মাদকাসক্তের মোহে তার জীবনের অন্তিম পরিণতি হল করুণ। এখানে 'শম্ভু বাজিকর' অতীত সম্পর্কিত চিন্তা, ভবিষ্যত সম্পকীয় ধারণা থেকে ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত।

জন্ম - মৃত্যু মানুষের জীবনে নিয়তির অমোঘ বিধান। কিন্তু মানুষ মৃত্যুকে মেনে নিতে চায়না। মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে লুকানোর জন্য প্রাণপণ চেন্টা করেন। ' পৌষ লক্ষ্মী' গল্পে বৃদ্ধ মুকুন্দ পালের চরিত্রের মধ্যদিয়ে এই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। বাঁচার অদম্য আশা নিয়ে বৃদ্ধ মুকুন্দ পাল যখন জীবনের চাকাকে চালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেই অন্তিম শক্তির পরীক্ষায় জীবনের হার হল তার। মৃত্যুই তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করল। মুকুন্দ পালের চরিত্র থেকে বোঝা গেল যে মানবজীবনে নিয়তির নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ তার থেকে রেহাইয়ের মুক্তি নেই।

তারাশঙ্কর সারাজীবন মাটির কাছে থাকা মানুষকে স্থান দিয়েছেন তাঁর গল্পে। তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে রায় বঙ্গের মানুষ, নিম্ন বর্গীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ইতিকথা। তাঁর রচিত গল্পের মধ্যে পুরুষ এবং নারীর প্রবেশাধিকার সমপর্যায়ে সমান। কিন্তু লেখক তাঁর গল্পের অঙিনায় 'পুরুষ চরিত্র' কে কখনও মর্মগ্রাহী, হৃদয়াতুর আবার কখনও আদিম প্রবৃত্তির শোচনীয় অবস্থার শিকার করে তুলেছেন। নিয়তি, প্রবৃত্তি, পুরুষ এই তিনটি শব্দ তারাশঙ্কর তাঁর লেখনী মন্ডলে অনন্যরূপ দিয়েছেন।

অন্বেষণ (Findings):

গবেষক গবেষণার আরোচ্য বিষয়টি উদ্দেশ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা অন্বেষণ কেন্দ্রিক কিচু তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে, সেগুলি হল -

১. তারাশঙ্করের ছোট গল্পে 'পুরুষ চরিত্র' প্রকৃতি এবং নিয়তির কাছে পুতুলে পরিণত হয়েছে।

২. রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ধারা থেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে তারাশঙ্করের গল্পে 'পুরুষ চরিত্র' স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

৩. কখনও তিনি আদিম জঘন্য প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য গুলিকে পুরুষচরিত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করে,সমজ নিয়ম বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা তাদের শাস্তি প্রদান করেছেন।

৪. তারাশঙ্করের গল্পে হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী রূপে 'পুরুষ' চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন।

৫. তারাশঙ্করের ছোট গল্পে সৃষ্ট 'পুরুষ চরিত্র' সমাজে বসবাসকারী পুরুষজাতির এক স্বচ্ছ রূপ।

৬. তারাশঙ্করের পুরুষ চরিত্রগুলি বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষণধর্মী।

৭. সমাজতত্ত্বের সূক্ষাতিসূক্ষ বর্নণা ক্লান্তিহীন জীবনান্বেষণের মডেল হয়ে উঠেছে তারাশঙ্করের সৃষ্ট ছোটোগল্পের পুরুষ চরিত্র।

৮. লিঙ্গ ভেদে নারী চরিত্রের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রগুলি তারাশঙ্করের লেখনীতে স্বমহিমায় উজ্বল।

শিক্ষাগত প্রভাব (Educational Implications)

বর্তমান গবেষকের গবেষণায় আলোচ্য বিসয়টি বিশ্লেষণের শিক্ষাগত প্রভাবগুলি হল -

- তারাশঙ্করের ছোটোগল্পে সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলি বর্তমান সমাজের বাস্তব চরিত্রের প্রতিফলন।
- মমত্ববোধ লিঙ্গভেদে নির্ধারিত হয়না, যা তারাশঙ্করের গল্পে রংলাল, ডঃ গড়গড়ির চরিত্রে পেয়েছি। কঠোর মুখোশের আড়ালে পুরুষ চরিত্রের আর একটি চরিত্রায়ণ উন্মুক্ত করেছে।
- তারাশঙ্করের রচনায় আদিম উদগ্র প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক পুরুষ চরিত্র প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্কর যুগের বিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করে তাদের গল্পের শেষে শান্তিস্বরূপ চরম পরিণতি ঘটিয়েছেন।
- তারাশঙ্কর রাঢ় বঙ্গের গ্রাম বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কলমের ডগায়, তাই তৎকালীন নিম্নবর্গীয়, উচ্চবর্গীয় গ্রাম সমাজের জ্বলন্ত দলিল হল তারাশঙ্করের ছোটোগল্প।
- মানুষভেদে বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রতায় বর্তমান, তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে নারী ও পুরুষ উভয়কে নিয়তি, প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তিত রূপের কাছে পরিবর্তনশীল করে তুলেছেন, যা পরবর্তী লেখকদের রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

উপসংহার (Conclusion):

তারাশঙ্কর এবং তাঁর লেখনীধারা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁর লেখনীর শব্দ ছিল মাটির কাছাকাছি ধুলি ধূসরিত মানুষের বিষয়। এই জন্যই পাঠক স্কুলের কাছে তাঁর লেখা আদরনীয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁর লেখনীও সমাদর গ্রহনীয়। সর্বশেষ বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের আকাশে নক্ষত্রখচিত তারা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography):

চক্রবর্তী, পরিমল, 'তারাশঙ্করের ছোটোগল্প ঃ সময়কালীন বাংলা ছোটোগল্পের পরিপেক্ষিতে তারাশঙ্করের ছোটোগল্পের মূল্যায়ণ' পৃঃ ৩০১ (University of North Bengal)

দত্ত রায়, সঞ্জীবন, 'রূপ থেকে রূপান্তর : তারাশঙ্করের সৃজনী ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট দিক', ১৯৯৪, পৃঃ ৫৬৩ (University of North Bengal)

কর্মকার, গৌরমোহন, 'তারাশঙ্কররের সাহিত্য সমীক্ষা', ১৯৪১, পৃঃ ৪৩৯।

মনমোহন, মাইতি, ' তারাশঙ্করের কথা সাহিত্য লোকবিশ্বাস হে লোকধর্ম', ১৯৯৫ (কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়)

মুখোপাধ্যায়, রঞ্জুশা পাত্র, ' তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজের আবশ্যকের রূপ', ১৯৮৬ (University of North Bengal)পৃঃ ২৩৩

মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত কুমার,' তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাস', ৩১/১২/১৯৭৯ (গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়)

চ্যাটার্জী, সুক্লা, ' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৈতালী ঘূর্ণি এবং ক্ষুধার ডিস্টোপিয়া, এপ্রিল ২০১৯ মানবিকের উন্মুক্ত গ্রন্থাগার।

রায়, বিনায়ক, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্য টেল অফ হাঁসুলি টার্ন', ডিসেম্বর ২০২২। তুলনামূলক অধ্যায়ন এবং তত্ত্বের জন্য মেটাক্রিটিক জার্নাল। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

দে, সজলে, 'উত্তর ঔপনিবেশিক লেখক ভ্রমণকারী : রাশিয়ায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', ইন্টারন্যাশাল জার্নাল অফ রাশিয়ান স্টাডিজ, ২০২৩, ভলিউম ১২, ইস্যু ১ পৃঃ ১৫।

ভট্টাচার্য্য, জগদীশ (সম্পাদিত) 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড।

সেখ, রাহুল, ' ইতিহাস ও সাহিত্য ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প ও উপন্যাসে প্রান্তজন', ২০২৩ (Trisangam International Refereed Journal)Volume – 3, Issue- IV, Published on October 2023, Pg-234-243

দে, টুম্পা, ' তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ় অঞ্চলের আন্তজ শ্রেনীর মানুষ', (Trisangam International Refereed Journal) Volume – 3, Issue- IV, Published on October 2023,Pg-132-141.

Citation: **দাস, বৈ.** (2024) **"তারা শঙ্করের ছোটোগল্পে পুরুষ চরিত্র"** *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-4 May-2024.